গোপালগঞ্জে গুলিবিদ্ধ রমজান চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলেন, সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৫

সংগৃহীত ছবি

গোপালগঞ্জ সদরের চৌরঙ্গী এলাকায় সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ রমজান মুন্সী (২৮) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (১৭ জুলাই) রাত পৌনে ২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

রমজান মুন্সী গোপালগঞ্জ সদরের থানাপাড়া এলাকার মৃত আকবর মুন্সীর ছেলে। জীবিকার তাগিদে তিনি অটোরিকশা চালাতেন।

রমজানের ছোট ভাই ইমরান মুন্সী জানান, বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে অটোরিকশা চালিয়ে চৌরঙ্গী কোর্টের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ অজ্ঞাত দিক থেকে ছোড়া গুলি রমজানের ডান হাতের কব্জির ওপর ও ডান বগলে বিদ্ধ হয়। গুলিটি তার শরীরেই রয়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করেন। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, রমজানের মরদেহ জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট থানা ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিষয়টি জানানো হয়েছে।

এদিকে, গোপালগঞ্জে পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত ও থমথমে। সহিংসতা ঠেকাতে সকাল ১১টা থেকে সাময়িকভাবে কারফিউ শিথিল করা হলেও দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আবার তা জারি থাকবে। পরিস্থিতি বিবেচনায় কারফিউর সময়সীমা আরও বাড়ানো হতে পারে বলে জানা গেছে।

কারফিউর কারণে জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। শহরের বিভিন্ন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সেনাবাহিনীর টহল জোরদার করা হয়েছে।

এদিকে, সহিংসতার ঘটনায় আরও ২০ জনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এতে করে আটককৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ জনে।

উল্লেখ্য, বুধবার এনসিপির পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে গোপালগঞ্জে সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছিলেন—তারা হলেন দীপ্ত সাহা, রমজান কাজী, সোহেল ও ইমন তালুকদার। রমজান মুন্সীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল পাঁচজনে